প্রকৃত পরিবর্তনকারী সদাপ্রভু

প্রথম শমূয়েল ২ অধ্যায় ৯-১১ পদ

আজ আমরা যে কথাটি সবথেকে বেশি শুনতে পাই, তা হল 'পরিবর্তন।' ভারতবাসী বা বঙ্গবাসী হিসাবে আজ আমরা সকলেই পরিবর্তন আশা করছি। কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় প্রকৃত পরিবর্তন কি কোনও মানুষ বা দল আনতে পারে? আজ আমরা যে অংশ পাঠ করেছি, সেখানে প্রকৃত পরিবর্তন আনয়নকারী সেই ঈশ্বরকে দেখতে চলেছি, যিনি হান্নার জীবনে পরিবর্তন এনেছিলেন, এবং হান্না সেই ঈশ্বরের প্রশংসা-গান গেয়েছিল।

সদাপ্রভু তার গর্ভ রোধ করার কারণে (১:৫, ৬) হান্না যে মানসিক কষ্ট উপলব্ধি করেছিল, সেই কষ্ট হান্না কান্না সহকারে প্রার্থনার দ্বারা সদাপ্রভুকে জানিয়ে বলেছিল, *"বাহিনীগণের সদাপ্রভু, তুমি যদি এই দাসীর দুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, আমাকে স্মরণ কর, ও আপন দাসীকে ভুলে না গিয়ে নিজের দাসীকে পুত্রসন্তান দাও, তবে আমি চিরদিনের জন্য তাকে সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করব"* (১:১১)। পরবর্তী অংশে আমরা দেখেছি যে, ঈশ্বর হান্নার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন এবং বন্ধ্যা হান্নাকে অলৌকীকভাবে শমূয়েলের মা করেছেন। সন্তান লাভের পর হান্নাও ঈশ্বরের প্রতি তার মানতকে ভুলে যায়নি। শমূয়েল তার মায়ের দুধ খাওয়া শেষ করলে পর, হান্না শমূয়েলকে নিয়ে শীলোতে এলি যাজকের কাছে উপস্থিত হয়েছে এবং এই কথা বলেছে, *"আমি এই বালকের জন্য প্রার্থনা করেছিলাম, আর সদাপ্রভুর কাছে যা চেয়েছিলাম, তা তিনি আমাকে দিয়েছেন। এইজন্য আমিও একে সদাপ্রভুকে দিলাম; এ চিরজীবনের জন্য সদাপ্রভুকে দত্ত হল"* (১:২৭-২৮)।

এইভাবে, শমূয়েলকে সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করার পর, হান্না তার দুঃখের প্রতি সদাপ্রভুর দৃষ্টিদানকে স্মরণ করে ২:১-১০ পদে সদাপ্রভুর উদ্দেশে ধন্যবাদ তথা প্রশংসা-গান করেছে। ধরা যেতে পারে, শীলোতে শমূয়েলকে সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করতে গিয়ে সেখানে হান্না এই গান গেয়েছিল। কারণ ১১ পদে বলা হয়েছে, *"পরে ইলকানা রামায় নিজের বাড়ীতে গেলেন। আর বালকটি (শমূয়েল) এলি যাজকের সামনে সদাপ্রভুর পরিচর্যা করতে লাগল।"*

আজ আমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে হান্নার প্রশংসা-গীতটি উপলব্ধি করতে চলেছি। যে কোনও সন্তানের জন্মই যখন আনন্দের, তখন বন্ধ্যা হান্নার মা হবার ইচ্ছাকে অবর্ণনীয়ভাবে পূর্ণ করে শমূয়েলের জন্ম, সেই আনন্দে অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করেছিল। তাই, হান্না ঈশ্বরের প্রশংসা-গান করতে বাধ্য হয়েছিল। আবার অন্যদিকে, শমূয়েলের জন্ম কেবল হান্নার ব্যক্তিগত জীবনে বা তার পারিবারিক জীবনের একটি সামান্য ঘটনা নয়; পরিবর্তে, শমূয়েলের জন্ম ইস্রায়েলের জাতীয় জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা। কারণ, সমগ্র ইস্রায়েলের জীবন ও ভবিষ্যৎ হান্নার বন্ধ গর্ভের ন্যায় পুনরায় মুক্ত হতে চলেছে। সেই সময়কার ইস্রায়েলের জাতীয় পরিস্থিতিকে বর্ণনা করতে গিয়ে বিচারকর্তৃগণ পুস্তক এই কথা বলে শেষ হয়েছিল, *"সেই সময় ইস্রায়েলের মধ্যে রাজা ছিল না; যার দৃষ্টিতে যা ভালো মনে হত, সে তা-ই করত"* (বিচার ২১:২৫)। ইস্রায়েলের এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে চলেছে, ঈশ্বর শমূয়েলের জন্মের দ্বারা শমূয়েলকে একাধারে ইস্রায়েলের যাজক, শেষ বিচারক, ভাববাদী ও প্রথম দুইজন রাজার অভিষেককারী করতে চলেছেন।

এখন, শমূয়েলের জন্ম মানুষের কোনও প্রচেষ্টা বা যোগ্যতার ফল নয়; শমূয়েল হল সম্পূর্ণ ভাবে হান্না তথা ইস্রায়েলের প্রতি পরম করুণাময় ঈশ্বরের ভালোবাসার উপহার। তাই, হান্না তার এই প্রশংসা-গানে কেবল সদাপ্রভুরই প্রশংসা বা স্তব-গান করেছে। হান্নার সঙ্গে সমগ্র ইস্রায়েলের আনন্দের উপলক্ষ্য অবশ্যই শমূয়েলের জন্ম, কিন্তু হান্নার এই প্রশংসা-গানের নায়ক সেই শিশু (শমূয়েল) নয়, কিন্তু একমাত্র সদাপ্রভু। সহজ কথায়, হান্নার কাছে সেই উপহার প্রধান ব্যক্তি হয়ে ওঠেনি; কিন্তু সদাপ্রভু, যিনি

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

সেই উপহারের দানকর্তা, তিনিই প্রধান ব্যক্তি। শমূয়েল কত সুন্দর, কত বুদ্ধিমান, কত ঈশ্বর-ভয়শীল, তার বর্ণনা নয়; কিন্তু পবিত্র ঈশ্বরের মহত্বপূর্ণ কাজের বর্ণনা করা হয়েছে। হান্না ও ইস্রায়েলের জীবনে শমূয়েল অবশ্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি; কিন্তু তার গুরুত্ব কখনও সদাপ্রভুর সার্বভৌমত্ব ও প্রাধান্যকে কোনওভাবে খর্ব করতে পারে না। তাই, হান্নার এই প্রশংসা-গানে সদাপ্রভুর সার্বভৌমত্বকে পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। আজ যখন আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততিদের জন্ম বা বিবাহকে কেন্দ্র করে আনন্দ করি, তখন কি আমরা ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করি? না-কি, ঈশ্বর-দত্ত সন্তানরাই আমাদের আনন্দ অনুষ্ঠানের মুখ্য চরিত্রে রূপান্তরিত হয়?

সদাপ্রভুর মহানুগ্রহে হান্নার জীবনে যে নাটকীয় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তাকে স্মরণ করে হান্না যখন ঈশ্বরের স্তুতি করেছে, তখন তার এই প্রশংসা-গানে হান্না প্রথমে (১) সেই পরিবর্তন সাধনকারী ঈশ্বরকে স্বীকার করেছে (১-২ পদ); তারপর (২) সেই ঈশ্বরের দ্বারা সাধিত বিভিন্ন পরিবর্তনের বর্ণনা করেছে (৩-৮ পদ); এবং শেষে (৩) সেই ঈশ্বর আগামীদিনে কোন্ পরিবর্তন আনতে চলেছেন, তা ঘোষণা করেছে (৯-১০ পদ)।

১। পরিবর্তন সাধনকারী সদাপ্রভুকে স্বীকার (১-২ পদ): ১ পদে হান্না কেবল সদাপ্রভুতে তার আনন্দের কথা স্বীকার করেছে: *"আমার অন্তঃকরণ <u>সদাপ্রভুতে</u> উল্লাসিত, আমার শৃঙ্গ (horn) <u>সদাপ্রভুতে</u> উন্নত হল; আমার শত্রুদের কাছে আমার মুখ বিকশিত হল; কারণ <u>তোমার পরিত্রাণে</u> আমি আনন্দিতা।"* হান্নার আনন্দের কারণ তার পুত্র শমূয়েল নয়, কিন্তু সেই শমূয়েলকে যিনি দিয়েছেন, সেই সদাপ্রভু। হান্না স্বীকার করেছে যে, সেই সদাপ্রভুই তার অন্তরে আনন্দ দিয়েছেন, তার শৃঙ্গকে উন্নত করেছেন। এখানে, শৃঙ্গ বা শিংকে উন্নত করার দ্বারা শত্রুদের উপর বিজয়কে নির্দেশ করা হয়েছে (গীত ৯২:১০; ৮৯:১৮)। সদাপ্রভু হান্নাকে যে পরিত্রাণ দিয়েছেন, তথা তার শত্রুদের উপর যে বিজয় দিয়েছেন, তা হান্নাকে তার শত্রুদের সামনে মুখ তুলতে শক্তি যুগিয়েছে। এই কথা থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, হান্নার সতীন কেবল পনিন্না নয়, তার অন্যান্য প্রতিবেশিরাও হান্নাকে তার বন্ধ্যত্বের কারণে এত নিচু চোখে দেখত, যে হান্না তাদের সামনে মুখ তুলে কথা বলতে পর্যন্ত পারত না। কিন্তু সদাপ্রভু তার সেই পরিস্থিতির পরবির্তন করেছেন।

তাই, ২ পদে হান্না সেই সদাপ্রভুর অনুপমতা বা অদ্বিতীয়তার কথা বলেছে, *"সদাপ্রভুর ন্যায় পবিত্র কেউ নেই, তুমি ব্যতীত আর কেউ নেই, আমাদের ঈশ্বরের তুল্য শৈল নেই।"* পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন স্থানে, ঈশ্বর যে অতুনলীয়, তা বর্ণনা করা হয়েছে। ২বিবরণ ৩৩:২৬ পদে বলা হয়েছে, *"হে যিশুরূণ (ধার্মিক, ইস্রায়েল), ঈশ্বরের তুল্য কেউ নেই; তিনি তোমার সাহায্যার্থে আকাশরথে, নিজ গৌরবে গগনরথে যাতায়াত করেন।"* আবার গীত ৮৬:৮ পদে বলা হয়েছে, *"হে প্রভু, দেবতাদের মধ্যে তোমার তুল্য কেউই নেই, তোমার সমস্ত কাজের তুল্য কিছুই নেই।"* ঈশ্বরের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে হান্না শৈল বা পর্বতের কথা বলেছে। এর দ্বারা হান্না ঈশ্বরের দৃঢ়তা, অপরিবর্তনীয়তা, এবং স্থায়িত্বকে নির্দেশ করেছে। হান্নার ন্যায় আমরাও যখন আমাদের ঈশ্বরকে পরিত্রাতা ও শৈল হিসাবে উপলব্ধি করি, তখন আমরা অনিশ্চয়তা বা অনিরাপত্তায় ভুগব না; বন্ধু-আত্মীয়-স্বজন বা মানুষের পিছনে ছুটব না; কিন্তু সমস্ত পরিস্থিতিতে ঈশ্বরে আস্থা রাখব, যিনি সর্বদা তাঁর সন্তানদের মঙ্গল করে থাকেন।

২। সদাপ্রভুর দ্বারা সাধিত বিভিন্ন পরিবর্তনের নমুনা (৩-৮ পদ): সদাপ্রভু দ্বারা সাধিত বিভিন্ন পরিবর্তনের কথা বলতে গিয়ে, প্রথমে হান্না নিজের ক্ষমতার শ্লাঘাকারী বা দর্পকারীকে নম্র হতে বলেছে, *"তোমরা এমন মহাশ্লাঘার কথা আর বল না, তোমাদের মুখ থেকে দর্প আর নির্গত না হোক, কারণ সদাপ্রভু জ্ঞানের ঈশ্বর, তাঁর দ্বারা কর্মসকল তুলাতে পরিমিত হয়।"* ঈশ্বর যেহেতু আমাদের সমস্ত কাজের উপর কর্তৃত্বের অধিকারী, তাই আমাদের কোনও কাজই তাঁকে বিচলিত করে না। হিতোপদেশ ১৬:৯ পদে বলা হয়েছে, *"মানুষ নিজের পথের বিষয় সঙ্কল্প করে; কিন্তু সদাপ্রভু তার পাদবিক্ষেপ স্থির*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

করেন।'' দর্পকারীকে শ্লাঘা করতে নিষেধ করার পেছনে হান্না যে কারণকে নির্দেশ করেছে, তা হল, ***সদাপ্রভু জ্ঞানের ঈশ্বর***। সদাপ্রভু তাঁর সর্বজ্ঞতায় আমাদের প্রতিটি কাজের পেছনে প্রকৃত উদ্দেশ্যকে দেখতে পান, আমরা কখনও তাঁকে ঠকাতে পারি না। এর দ্বারা হয়ত হান্না তাকে যারা কটূকথা বলত (পনিন্না, ও অন্যরা), তাদের নির্দেশ করেছে; যারা তাকে কটূকথা বলার মাধ্যমে নিজেদের মাতৃত্ব বা পিতৃত্বের শ্লাঘা করত। হান্না তাই, তাদেরকে সতর্ক করে বলেছে, ঈশ্বর তাদের সেই কাজকে তাঁর ন্যায়বিচারে শাস্তি দেবেন (তুলাতে পরিমিত করবেন)। আমাদের চারপাশের মানুষরা যখন আমাদের ভুল বোঝে ও আমাদের বিরুদ্ধে মিথা কথা রটায়, তখন তাতে ভয় পাবার কোনও কারণ নেই; কারণ আমাদের সার্বভৌম ঈশ্বর সত্য জানেন ও শেষ পর্যন্ত তিনি ন্যায়বিচার সাধন করবেন। দায়ূদ তাই এমন কথা বলেছে, ***"ঈশ্বর আমাদের পক্ষে আশ্রয় ও বল। তিনি সঙ্কটকালে অতি সুপ্রাপ্য সহায়। অতএব আমরা ভয় করব না, যতক্ষণ না পৃথিবী পরিবর্তিত হয়, যতক্ষণ না পর্বতরা সমুদ্র গর্ভে পতিত হয়।''*** (গীত ৪৬:১-২)।

পরবর্তী পদগুলিতে, ঈশ্বর কীভাবে তাঁর ন্যায়বিচার সাধন করেন, তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ৪ পদে বলা হয়েছে, বিক্রমী হওয়া সত্ত্বেও তারা যুদ্ধে জয় পাবে না, পরিবর্তে দূর্বলেরা সবল হবে। এই কথার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে, ইস্রায়েল দেখতে চলেছে, শক্তিশালী গলিয়াদের বিরুদ্ধে দায়ূদ কীভাবে জয় লাভ করতে চলেছে (১শমূয়েল ১৭)। পরিবর্তন সাধনকারী ঈশ্বরের বিভিন্ন পরিবর্তনের কথা বলতে গিয়ে ৫ পদে হান্না তার ব্যক্তিগত সাক্ষ্যকে তুলে ধরেছে। প্রথমে, পরিতৃপ্ত ও ক্ষুধিতদের পারস্পরিক পরিবর্তনের কথা বলার পর, হান্না বন্ধ্যা ও বহুপুত্রার পারস্পরিক পরিবর্তনের কথা বলেছে। ৫-৮ পদে, সদাপ্রভুর এই কাজকে বিভিন্ন উদাহরণের দ্বারা পারস্পরিক পরিবর্তনকে তুলে ধরা হয়েছে:

	ইতিবাচক	নেতিবাচক
৫ পদ	পরিতৃপ্তকে ক্ষুধিত করেন	ক্ষুধিতকে বিশ্রাম দেন
	বন্ধ্যা স্ত্রী সাত পুত্রের মা হয়	বহুপুত্রা ক্ষীণা হয়
৬ পদ	সদাপ্রভু মারেন	সদাপ্রভু বাঁচান
	তিনি পাতালে নামান	তিনি উর্দ্ধে তোলেন
৭ পদ	সদাপ্রভু দরিদ্র করেন	সদাপ্রভু ধনী করেন
	সদাপ্রভু নত করেন	সদাপ্রভু উন্নত করেন
৮ক পদ		তিনি ধূলি থেকে দীনহীনকে তোলেন
		সারের ঢিবি থেকে দরিদ্রকে উঠান
		কুলীনদের সঙ্গে তাদের বসান
		তাদের প্রতাপ-সিংহাসনের অধিকারী করেন

হান্না তার নিজের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এই সত্য উপলব্ধি করেছে। এই কথা থেকে একদিকে, আমরা যেন আমাদের জীবনের উপর সার্বভৌম ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাকে স্বীকার করি। আজ যদি তিনি আমায় পরিতৃপ্ত রেখে থাকেন, সাতপুত্রের পিতা-মাতা করে থাকেন, বাঁচিয়ে রাখেন, উন্নত করে থাকেন, ধনী করে থাকেন, তবে আমাদের দায়িত্ব, তার জন্য নিজেদের শ্লাঘা করা বা অন্যদের ছোট করার পরিবর্তে, ঈশ্বরের গৌরব ও ধন্যবাদ করা (যিরমিয় ৯:২৩-২৪)। অন্যদিকে, আজ যদি আমি ক্ষুধিত থাকি, সন্তানবিহীন হয়ে থাকি, নত হয়ে থাকি, দরিদ্র হয়ে থাকি, তবে তার জন্য ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানানো নয়, কিন্তু তাঁর ন্যায়বিচারে আশা ও আস্থা রাখা; উপযুক্ত সময়ে তিনি তাঁর ইচ্ছানুসারে পরিবর্তন করবেন। পনিন্নার কটূক্তি যেমন শেষপর্যন্ত টেকেনি (১:৪-৬); পলেষ্টীয়দের ঔদ্ধত্ব যেমন চিরকাল থাকেনি; কিম্বা সমগ্র জগতের উপর কর্তৃত্ব করার ব্যাবিলনীয় গর্ব (যিশা ৪৭:১-২) যেমন ধূলিস্যাৎ হয়েছিল, ঠিক তেমনই ঈশ্বর তাঁর সার্বভৌমত্বে ন্যায়বিচার সাধন করবেন। (হান্নার প্রশংসা-গানের এই কথাগুলির সঙ্গে মরিয়মের প্রশংসা গানের তুলনা করা যায়, লূক ১:৪৬-৫৫)।

এই সত্যের প্রতি হান্না চূড়ান্ত আস্থা স্থাপন করেছে, কারণ ***"পৃথিবীর স্তম্ভ সকল সদাপ্রভুর; তিনি সেই সকলের উপর জগৎ স্থাপন করেছেন''*** (৮খ)। অর্থাৎ, হান্নার ন্যায় দূর্বল ও দরিদ্র আমাদের আশা সৃষ্টিকর্তা হিসাবে সদাপ্রভুর ক্ষমতার উপর স্থাপিত। যে স্তম্ভ সকলের উপর ঈশ্বর সদাপ্রভু পৃথিবী স্থাপন করেছেন, তা যেমন জগতকে রক্ষা করে চলেছে, ঠিক তেমনই সেই জগতের সর্বময় কর্তা হিসাবে তাঁর নিজের ইচ্ছানুসারে তিনি জগতের সমস্তই সাধন করে চলেছেন। তাই, কারুর কাছে নতিস্বীকার করা বা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

কারুর সঙ্গে আপোষ করা বা কারুর মুখ চেয়ে কাজ করার কোনও প্রয়োজন ইয়াওয়ে *(YHWH)* ঈশ্বরের নেই। তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাঁর ইচ্ছা পৃথিবীতে সাধন করে থাকেন (২বিবরণ ১০:১৪, ১৭-১৮)।

৩। আগামী পরিবর্তনের বিষয় ঘোষণা (৯-১০ পদ): সার্বভৌম ইয়াওয়ে ঈশ্বর তাঁর আপন ক্ষমতায় দুষ্টদের থেকে বিশ্বস্তদের পৃথক করবেন, তাঁর শত্রুদের ধ্বংস করবেন, পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত শাসন করবেন। ৯ পদে বলা হয়েছে, *"তিনি নিজের সাধুদের চরণ রক্ষা করবেন, কিন্তু দুষ্টরা অন্ধকারে স্তব্ধীকৃত হইবে; কারণ শক্তির দ্বারা কোনও মানুষ জয়ী হবে না।"* এখানে *'সাধু'* বলতে হান্নার ন্যায় তাদের নির্দেশ করা হয়েছে, যারা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় আস্থা রাখে, ঈশ্বরের কাছ থেকে উপহার লাভ করে ও ঈশ্বরের প্রতি তারা তাদের মানত রক্ষা করে; অন্যদিকে, *'দুষ্ট'* বলতে যারা পনিন্নার মতো নিজেদের ক্ষমতায় আস্থা রাখে তাদের নির্দেশ করা হয়েছে। সেই সমস্ত দুষ্টের শক্তি বা ক্ষমতা যতই বড় হোক-না-কেন, তা কখনও ঈশ্বরের রাজত্ব ও কর্তৃত্বের উপর জয় লাভ করতে পারবে না।

হ্যাঁ, সদাপ্রভু ঈশ্বরই তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয়ের অধিকারী হবেন। হান্না তাই সেই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছে, তিনি যেন রাজাকে আশীর্বাদ করেন, *"তিনি নিজের রাজাকে বল দেবেন, নিজের অভিষিক্ত ব্যক্তির শৃঙ্গ (শিং) উন্নত করবেন"* (১০খ)। যদিও সেই সময় তাদের মধ্যে কোনও রাজা ছিল না, তারা নিজেদের ইচ্ছানুসারে যা ইচ্ছা তাই করত (বিচার ২১:২৫), কিন্তু হান্নার এই প্রশংসা-গানের মাধ্যমে, ঈশ্বর আগামীদিনে যে পরিবর্তন আনতে চলেছেন, তার পূর্বাভাষ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা দেখতে চলেছি, শমূয়েলের দ্বারা ইস্রায়েলের প্রথম দুইজন রাজা অভিষিক্ত হবে। যদিও তাদের মধ্যে বিভিন্ন মন্দতা বা পাপের উপস্থিতি আমরা দেখতে পাব; তথাপি হান্নার এই প্রশংসা-গানের শেষ বিনতির ন্যায়, তাদেরকে রাজা দেবার মাধ্যমে ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদই করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মনের মতো মানুষ হিসাবে দাউদ তাদের উপর রাজা হয়ে আসতে চলেছে। যীশুর পথ প্রস্তুতকারী হিসাবে সখরিয় ও ইলিশাবেথের মাধ্যমে ঈশ্বর যেমন যোহন বাপ্তাইজককে পাঠিয়েছিলেন; ঠিক তেমনই দাউদকে রাজা হিসাবে অভিষিক্ত করতে ইল্‌কানা ও হান্নার মাধ্যমে ঈশ্বর শমূয়েলকে পাঠিয়েছিলেন।

আজ আমরা হান্নার এই প্রশংসা-গান পাঠ করে উপলব্ধি করি যে, তার জীবনে যে বিষয়টি (বন্ধ্যত্ব) সবথেকে বেশি দুঃখ বা ব্যথার কারণ ছিল, ঈশ্বর তাকেই ব্যবহার করে হান্নাকে সর্বোত্তম আনন্দ দিয়েছিলেন; যেহেতু তিনি সার্বভৌম এবং অতুলনীয় পরিবর্তন সাধনকারী। এই কথা কেবল হান্না বা পৌলের (২করি ১২:৭-১০) জন্য নয়, বিশ্বাসী আমাদের প্রত্যেকের জন্য একইভাবে প্রযোজ্য। ঈশ্বরের সামনে যখন আমরা উপস্থিত হই, তখন আমরা আমাদের সৎজীবন বা আত্মধার্মিকতার ঢাক পেটাতে পারি না, কারণ আমরা সকলেই পাপী ও ঈশ্বরের গৌরব থেকে দূরবর্তী। যখন আমরা নিজেদের সঠিক উপলব্ধি করি, তখন আমরাও হান্নার ন্যায় নিজেদের অসহায়তা বা অক্ষমতা স্বীকার করতে বাধ্য হই এবং তাঁর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে তাঁর কাছ থেকে পরিত্রাণ গ্রহণ করি। আসুন, তাঁর অনুগ্রহের দ্বারা যীশুতে বিশ্বাসের মাধ্যমে পাপের ক্ষমা লাভ করি ও হান্নার ন্যায় তাঁর দেওয়া পরিত্রাণে আনন্দ করি ও তাঁর প্রসংসা করি!

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com